দৈনিক

4 JAN 2017

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার

মো. সাইফুর রহমান সোহাগ

১৯৪৮ সালে দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে অঙ্কুরিত বীজ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, শিক্ষা, শান্তি আর প্রগতির মশাল নিয়ে জাতীয় সকল সংকটে, সংগ্রামে ও সম্ভাবনায় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আজ ৬৯তম জন্মবার্ষিকীতে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ হাতে গড়া সংগঠন, তাঁর জীবন ও যৌবনের সমর্পিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সংগঠন, তাঁর সোনার বাংলা বিনির্মাণের সুদক্ষ কর্মী গড়ার পাঠশালা- বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

সময়ের প্রয়োজনে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জন্মলগ্ন থেকেই ভাষার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সর্বোপরি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের ছয় দশকের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ও সাহসী সংগঠন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ, বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের সমাবেশে বলেছিলেন, 'দানবের সাথে লড়াইয়ে যেকোনো পরিণতিকে মাথা পেতে বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর রক্ত দিয়ে এসেছি। প্রয়োজনবোধে বুকের রক্তে গঙ্গা বহাইয়া দিব। তবু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বাংলার বীর শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করব না।' বঙ্গবন্ধুর কথাতেই ছাত্রলীগের ১৭ হাজার নেতা-কর্মী মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের বুকের তাজা রক্তে এঁকেছেন লাল-সবুজের পতাকা। এঁকেছেন সার্বভৌম বাংলাদেশের মানচিত্র।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দেশ গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু যখন এদেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাকল্পে কাজ করছিলেন ঠিক তখনই পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের নীলনকশা অনুযায়ী কিছু এদেশীয় কুলাঙ্গার তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে রাজপথে প্রথম যে মিছিলটি হয়েছিল সেই মিছিলের অগ্রসৈনিক ছিলেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীবৃন্দ। পঁচাত্তরপরবর্তী বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘ গ্রাস করেছিল, সেই মেঘ সরাতে প্রত্যাশার সূর্য হাতে ১৯৮১ সালে প্রত্যাবর্তন করলেন আমাদের প্রাণের নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

প্রিয় নেত্রীকে ফিরে পেয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নবোদ্যমে সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়ে। তন্মধ্যে ১৯৮৩ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও দশ দফা, স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন, ১৯৯৬ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করানো, ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই বিতর্কিত সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে আটক আমাদের প্রিয় নেত্রীর মুক্তির আন্দোলন, যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে আন্দোলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যখন দেশব্যাপী জ্বালাও-পোড়াও এর অপরাজনীতি চলছিল, তখন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দেশ ও জনতার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। যুগে যুগে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অসীম সাহসিকতার এইসব উজ্জ্বল উদাহরণই প্রমাণ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাজপথের প্রমিথিউস। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। এছাড়া ২০০৭ সালের সিডর ও ২০০৯ সালের আইলায় বিধ্বস্ত জনপদের বিপন্ন মানুষের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছে মানবতার হাত। আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি দুস্থ শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, পথশিশুদের জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠদান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দীর্ঘদিনের চর্চা। এছাড়া 'ক্লিন ক্যাম্পাস-সেফ ক্যাম্পাস' কর্মসূচি বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে বহুমাত্রিক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

আমাদের অভিভাবক, প্রিয় নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'উন্নত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে আমরা বাংলাদেশকে গড়তে চাই। কারণ আগামী দিনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে চলতে হবে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো নেতৃত্ব আমাদের গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রলীগের প্রত্যেকটা ছেলে-মেয়ে আদর্শবান নেতা হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলবে।' বাংলাদেশে ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতা-কর্মী এখন নিজেদেরকে সেভাবেই গড়ে তুলছে। ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতা-কর্মীর প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান, নেত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদকে প্রতিহত করতে হবে।

বাংলাদেশের সকল অর্জনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নাম। তাইতো দেশরত্ন শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী, ২০১৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে ভূমিকা পালন করবো। আর ২৫৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার সর্বোচ্চ সক্ষমতা প্রদর্শন করবে। মাননীয় নেত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করবে। সেখানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থাকবে অগ্রণী ভূমিকায়।

স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে বিধৌত হোক নতুন প্রজন্মের বিবেক ও চেতনা। অনাগত প্রজন্মের লড়াই হোক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে সব অশুভ শক্তিকে পেছনে ফেলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে, দেশগড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই হোক আমাদের প্রত্যেকটি নেতা-কর্মীর শপথ।

● লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ